সমস্যার বেড়াজালে কয়েকটি বিদ্যালয়

বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে।

বরগুনা (পটুয়াখালী) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বরগুনা সদর থানার ইটবাড়িয়া কদমতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ও ভিটি নীচু থাকায় বর্ষা মৌসুমে পানিতে মাঠ ও মেঝে ডুবিয়া যায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন ঘটে এবং খেলাধুলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় গৃহের অবস্থাও নড়বড়ে। উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকিলেও অর্থাভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না। বিদ্যালয় গৃহ মেরামত, খেলাধুলার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের পরিবর্ধন ইত্যাদির জন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন।

বরগুনা সদর থানার বুড়িচর এ, এম, জি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দুই যুগ পরেও সরকারী অনুমোদন পায় নাই। ১৯৫৭ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি অনুমোদনের জন্য তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়ের ২ জন উপ-সচিবের সুপারিশসহ আবেদন করা হয়। কিন্তু আজও বিদ্যালয়টি অনুমোদন পায় নাই। বিদ্যালয়টিতে তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে, শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন এবং এলাকার তিন মাইলের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই।

মানিকগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, ঘিওর থানার কলতা অভয়চরণ উচ্চ বিদ্যালয়ে সমস্যার অন্ত নাই। বিজ্ঞান গবেষণাগার ভবনের নির্মাণ কাজ কয়েক বৎসর যাবৎ অসমাপ্ত রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা কম। কোন কোন কক্ষে বেড়া নাই। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নাই। খেলার মাঠ থাকিলেও সংস্কারাভাবে বর্ষার শুরুতেই পানি উঠে। খেলাধূলার সরঞ্জামাদি নাই। যথাযথ সংস্কারাভাবে বিদ্যালয়ের দুইটি পুকুরে মৎস্য চাষ সম্ভব হইতেছে না।

গাইবান্ধার (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছাত্রমিলনায়তন, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক মেস নির্মিত না হওয়ায় গাইবান্ধা সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। জানা যায়, ১৯৭৬ সালে গাইবান্ধা সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছাত্র মিলনায়তন, শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষক মেস, দারোয়ান কোয়ার্টার ও শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু ৭৮-৭৯ সালে ১লক্ষ ৪০ হাজার এবং '৭৯'-৮০ সালে ১লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই অর্থ দ্বারা দারোয়ানের কোয়ার্টার ও শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রায় ৬ বৎসর পরও বাকী অর্থ প্রদান করা হয় নাই। অপরদিকে 'স্কুল বিল্ডিং প্রোগ্রামের' অধীনে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকার সরঞ্জাম পাঠানো হইয়াছে। সরঞ্জামগুলি বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে স্থাপন করা হইবে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের অধিকাংশ

391

সমস্যার বেড়াজালে

(৩য় পৃঃ পর)

দরজা জানালা ভাঙ্গা থাকায় সরঞ্জামগুলি বসানো স্থগিত রাখা হইয়াছে। শিক্ষকদের জন্য নির্মিত তিনটি ষ্টাফ কোয়ার্টারের ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে।

হবিগঞ্জের (সিলেট) সংবাদদাতা জানান, হবিগঞ্জ শহরের বি, কে, জি, সি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কয়েকজন শিক্ষকের পদশূন্য রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। হবিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটিও শূন্য বলিয়া জানা গিয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাবে ছাত্রীদের দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। স্কুলের সম্মুখস্থ পুকুরটি ভরাট ও বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা দরকার। শহরের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে দুই শিফটে ক্লাস চালানো হয়।

বাগেরহাটের (খুলনা) সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীর পদ শূন্য থাকায় ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

লালমোহনের (বরিশাল) সংবাদদাতা জানান, গত মে মাসে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে রমাগঞ্জ হাইস্কুলের ছাদ উড়াইয়া লইয়া যায় এবং অর্ধপাকা ভবনের দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটি মেরামতের জন্য কমপক্ষে ২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু স্কুল তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ নাই। এদিকে ছাত্রদের লেখাপড়ায় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।